যুগান্তর

তারিখ 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বইমেলা আয়োজনে হিমশিম খাচ্ছে বাংলা একাডেমি

মুশতাক আহমদ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অমর একুশে বইমেলা আয়োজন করতে গিয়ে পদে পদে ক্লান্তি-কামেলায় পড়েছে আয়োজক সংস্থা বাংলা একাডেমি। অন্যদিকে নতুন ঠিকানায় মেলা আয়োজনের কারণে বাংলা একাডেমিকে আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। যার সবই সরকারি তহবিল থেকে করা হচ্ছে।

যৌক্তিক নিয়ে জানা গেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা আয়োজনের কারণে জায়গা বরাদ্দ, মাঠ তৈরি, স্টল নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পাঠক-ক্রেতার যাতায়াতের রাস্তা, সার্বিক নিরাপত্তাসহ সবদিক থেকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এর ওপর এ মেলা আয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে অর্থায়নের স্পন্সরও পাওয়া যায়নি। মেলার পরিসর বৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আর রান্নার প্রশিক্ষণ দাতা থেকে শুরু করে মধু ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত স্টল পেতে প্রভাবশালী মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করছেন। যে কারণে যথাসময়ে পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে মেলা আয়োজন নিয়ে দারুণভাবে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

এখনও স্টল বরাদ্দের লটারি হয়নি

মেলা কমিটির সদস্য সচিব ও বাংলা একাডেমির পরিচালক শাহিদা খাতুন বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে মেলাটি আয়োজিত হয়ে আসছে। লাখ লাখ পাঠক-ক্রেতা ও বইপ্রেমীদের বিষয়টি মাথায় রেখে এই অঙ্গনে প্রয়োজনীয় নানা সুবিধাদি গড়ে উঠেছে। এরপরও এই মেলাকে সামনে রেখে সাধারণত তিন মাস ধরে কাজ করে থাকে বাংলা একাডেমি। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় মেলা শুরুর মাত্র ১১ দিন আগে। যে কারণে রাত-দিন কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অল্প সময়ের প্রস্তুতির কারণে হয়তো কিছু ত্রুটি নিয়ে মেলা শুরু হবে। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যে মেলা নিজস্ব চরিত্র পাবে বলে তার প্রত্যাশা।

অন্যান্য মেলায় সাধারণত শুরুর ৮ থেকে ৯ দিন আগে স্টল বরাদ্দের লটারি হয়। এবারও সেই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ২৩ জানুয়ারি লটারি করার কথা ছিল। কিন্তু নতুন ঠিকানায় মেলা আয়োজনের কারণে নির্ধারিত সময়ের পঞ্চম দিনে মঙ্গলবার করা হয়। দুই ভাগের মেলাঙ্গনের মূল অঙ্গন হিসেবে ধরা হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে। সেখানে মূলধারার ২৩০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪২৮টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়।

বইমেলা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বইমেলা : আয়োজনে হিমশিম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এরমধ্যে ১ ইউনিটের ৯৫টি, ২ ইউনিটের ৮৩টি, ৩ ইউনিটের ৪১টি এবং ৪ ইউনিটের ১১টি স্টল রয়েছে। বাংলা একাডেমি সূত্র জানায়, ৪ ইউনিটের স্টল এবার মেলায় নতুন সংযোজন। মেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রকাশকদের দু'সমিতি কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে ১০টি সবচেয়ে বড় মাপের এই স্টলের উপযোগী হিসেবে সুপারিশ করে। কিন্তু সব শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও পাঠক সমাবেশ নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪ ইউনিটের স্টল দেয়া হয়।

সরেজমিন দেখা গেছে, লটারিতে স্টল বরাদ্দের পরপরই প্রকাশকরা ছুটে যান উদ্যানে। পাশাপাশি তারা স্টল নির্মাণ কাজও শুরু করে দেন। সময় কম পাওয়ায় এবার অনেকটা তড়িঘড়িই স্টল নির্মাণ করতে হচ্ছে। তবে এরপরও এতে আপত্তি নেই প্রকাশকদের। এমবুথি প্রথম দিন থেকেই পরিপূর্ণভাবে স্টল খোলার কথা জানালেন তারা। পুরোদমে বেচাবিক্রির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্বনেতী প্রকাশনা সংস্থা 'অবসরে'র স্বত্বাধিকারী আলমগীর রহমান বলেন, এই মেলা নিয়ে তাদের সারা বছরেরই প্রস্তুতি থাকে। তাই আগেভাগেই তারা স্টল সজ্জার উপাদান তৈরি করে রাখেন। জায়গা বুঝে পেয়ে দ্রুতগতিতে স্টল নির্মাণ শুরু করে দিয়েছেন। প্রথম দিনই পরিপূর্ণভাবে মেলা শুরুর কথা জানান তিনি।

জানা গেছে, বাংলা একাডেমির মূল অঙ্গনে বসছে মেলার দ্বিতীয় অংশটি। সেখানে সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক সংস্থা, গণমাধ্যম, এনজিও সংস্থার স্টল দেয়া হবে। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত সেখানকার স্টল সংখ্যা জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এমনকি কতটি প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পাবে, তাও নয়। তবে মেলা কমিটির সদস্য সচিব বলেন, বাংলা একাডেমি অঙ্গনে শিশুঅঙ্গন, ৫৫টি স্টল নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন চত্বর থাকবে। থাকবে তথ্যকেন্দ্র, মোড়ক উন্মোচনের ব্যবস্থা। তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের ক্ষেত্রে জটিলতা এখনও তারা নিরসন করতে পারেননি। বাংলা একাডেমির বিপরীত দিকে উদ্যানের প্রাচীরের রেলিংয়ের ৩টি অংশ খুলে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। তিনি আরও জানান, মেলা আয়োজনের জন্য তাদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে একাধিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতির বাইরে বিপুল পরিমাণের বিদ্যুতের জন্য সাব-স্টেশনের প্রয়োজন পড়ে। তারা অবশ্য গণপূর্ত অধিদফতরের ২টি সাব-স্টেশন ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। এ কাজ এখন পর্যন্ত ৫০ ভাগ সম্পন্নের কথা জানান তিনি। বাংলা একাডেমি অঙ্গনে মূল মেলা বসলে এই ঝক্কিতে পড়তে হতো না। এ ধরনের ব্যবস্থা বা বিদ্যুতের সাব-স্টেশন বাংলা একাডেমিতে রয়েছে।

এদিকে এবারের মেলা আয়োজনের জন্য অর্থ সহায়তা নেয়ার মতো স্পন্সর প্রতিষ্ঠান পায়নি বাংলা একাডেমি। এ ব্যাপারে মেলার সচিব জানান, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির সাড়া পেয়েছেন। কিন্তু তারা ভেভাবে চাচ্ছে, তাতে মেলার স্বতন্ত্রতা নষ্টসহ নানা জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা ছিল, এ কারণে তাদের আগ্রহে সাড়া দেয়া হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্পন্সর প্রতিষ্ঠান থেকে মূলত মেলার সৌন্দর্য বৃদ্ধির সুবিধাটি নেয়া হয়ে থাকে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবার এদিকটি ভালোভাবে দেখা হচ্ছে।

ওদিকে চারদিকে উদ্ভূত পরিবেশে এবার মেলা আয়োজনের কারণে নিরাপত্তা নিয়ে একধরনের শংকা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে মেলায় নানা অপরাধী চক্রের দৌরাত্ম্য ও ভাসমান পতিতাদের বিচরণ হওয়ায় সার্বিক নিরাপত্তা নিয়েও অনেকের উদ্বেগ রয়েছে। তবে পরিবেশ ঘটো সম্ভব অনুকূল রাখা সম্ভব সে চেষ্টা করার কথা জানালেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান। তিনি বলেন, মেলাকে সামনে রেখে তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাব থাকবে। এর বাইরে ইতিমধ্যে ৪৫ আনসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংখ্যা আরও ২০ জন বাড়তে পারে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, মেলার নিরাপত্তার জন্য এবার গোপন ক্যামেরার (সিসিটিভি) সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৫টি করা হবে। এখন পর্যন্ত চারটি আর্চওয়ে বিশিষ্ট করা গেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে।